‘এই সংসদ বাতিল করুন, নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দিন’

অবিলম্বে এই সংসদ বাতিল করুন, নিরপেক্ষ সরকারে অধীনে নির্বাচনের আয়োজন করুন এবং নির্বাচন কমিশনকে সরিয়ে নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে নির্বাচন পরিচালনায় দায়িত্ব দিন। অন্যথায় এদেশের মানুষদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।’

আজ শুক্রবার (২০ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে যুবদল আয়োজিত মানববন্ধন চলাকালে সরকারের উদ্দেশ্যে এসব কথা বলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তি ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও প্রতিহিংসামূলক মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে এ মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।

মির্জা ফখরুল বলেন, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের দাবিগুলো বলছি। অবিলম্বে এই সংসদ বাতিল করুন, নিরপেক্ষ সরকারে অধিনে নির্বাচনের আয়োজন করুন এবং নির্বাচন কমিশনকে সরিয়ে নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে নির্বাচন পরিচালনায় দায়িত্ব দিন। অন্যথায় এদেশের মানুষদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের পরে একজন বাংলাদেশিও ভারতে বসবাসের জন্য যায়নি উল্লেখ করে ফখরুল বলেন, আসামে যা হোক তাতে আমাদের কোনো বাধা ও মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু যখন তাদের (ভারতে) মন্ত্রীরা বলেন, এরা বাংলাদেশি, এদেরকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে- তখন নিশ্চিয়ই এটি আমাদের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। আমরা পরিষ্কার করে বলেছি, ১৯৭১ সালের পরে আমাদের কোনো মানুষ ভারতে যায়নি। কেনো যাবে? আমরা অর্থনৈতিক দিক থেকে ওদের চেয়ে অনেক ভালো আছি। আমাদের লোক ভারতে যাওয়ায় প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু কথাগুলো যখন বলে তখন তো আমাদের চিন্তিত হতে হয়।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, আমরা কারো অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাতে চাই না। কিন্তু আমরা উদ্বিগ্ন। কারণ এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার এখন পর্যন্ত কোনো কথা বলছে না। তবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, এটি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। কিন্তু ভারতের নেতারা যে বলছেন, বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে- সে

সম্পর্কে একটা ব্যাখ্যা তো দিতে হবে। অথচ এখন পর্যন্ত তাঁরা তা দিচ্ছেন না।

রাজধানীতে আবিষ্কৃত ক্যাসিনো প্রসঙ্গে ফখরুল বলেন, পত্রিকায় এসেছে, ঢাকায় ৬০টি ক্যাসিনো। আর এগুলো চালাচ্ছেন আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের নেতারা। আর এসবে মদদ দিচ্ছে সরকার ও আওয়ামী লীগ। আজ নিজেরা ধরা খেয়ে অন্যদের দোষ ধরতে চান। কারণ আজকে ভয় খেয়ে গেছেন তাঁরা।

দেশের মানুষ সংগঠিত হয়ে বেগম জিয়াকে কারাগার থেকে বের নিয়ে আসবে বলে ক্ষমতাসীনদের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন তিনি। চতুর্দিকে অশান্তি, অনিশ্চিয়তা, অস্থিরতা, ভয় ও ত্রাস কাজ করছে বলেও মন্তব্য করেন ফখরুল।

যুবদল সভাপতি সাইফুল আলম নীরবের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন বিএনপির সহযোগীবিষয়ক সম্পাদক মীর নেওয়াজ আলী নেওয়াজ, যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মোস্তাজুল করিম বাদরু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম নয়ন, সাংগঠনিক সম্পাদক মামুন হাসান, যুবদল ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম মিল্টন, যুবদল দক্ষিণের সভাপতি রফিকুল আলম মঞ্জু, সাধারণ সস্পাদক গোলাম মাওলা শাহীন প্রমুখ।